নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া

জাহেদা রহমান

মুসলীম নারী জাতির অন্তরের অন্তস্থলে পরম শ্রদ্ধাভরে লুকান রয়েছে একটা উজ্জ্বল মুক্তা-বিন্দু সদৃশ নাম-"রোকেয়া"। এই পুতঃ চরিত্রা মহীয়ষী নারী বাংলার মুসলিম নারীদের জীবনে আলোর শিখা জ্বালিয়ে ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার অগ্রদূত এই সংগ্রামী মহিলা যে বিপুব সাধন করেছিলেন তা দুনিয়ার ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এই আদর্শ মহিলাকে শুধু বিশেষ একটি দিনে তাঁর জীবনী আলোচনা করে শ্রদ্ধা জানালেই দায়িত্ব ফুরিয়ে যাবে না। এই মহীয়ষী মহিলার জ্বালানো জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আজ আমাদের বাংলাদেশের আনাচে কানাচে পৌছে দিতে হবে অন্ধকার দূর করার জন্য। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে আজও ছড়িয়ে রয়েছে বহু কুসংস্কারাচ্ছন্ন উৎপীড়িতা লাঞ্ছিতা জীবন। আজকের শিক্ষিতা মহিলা সমাজ ঋণী থাকবে এই সত্যাদর্শী নিবেদিত প্রাণ মহীয়ষী মহিলার আদর্শের কাছে। কর্মোদ্যমের কাছে।

রোকেয়া দিবস আমাদের জন্য বিশেষ অনন্দপূর্ণ দিবস বলা চলে। রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ সনে ম্যাট্রিক পাস করে বেরিয়ে আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী মনে করছি।

এই আদর্শ মহিলার সংগ্রাম নিজে চোখে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সুদীর্ঘ পাঁচটি বছর তাঁর স্কুলে ও হোষ্টেলে থাকাকালীন তাঁর সংগ্রামমুখী জীবনের বহু গল্প শুনেছি এবং কিছুটা দেখেছি। এই নিঃসন্তান মহিলা নিজের ভোগ বিলাস ত্যাগ করে লক্ষ লক্ষ বন্দী জীবনের মুক্তি কামনায় ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

অক্লান্ত সাধনা কখনই বিফলে যায় না। আল্লাহও তার সহায়

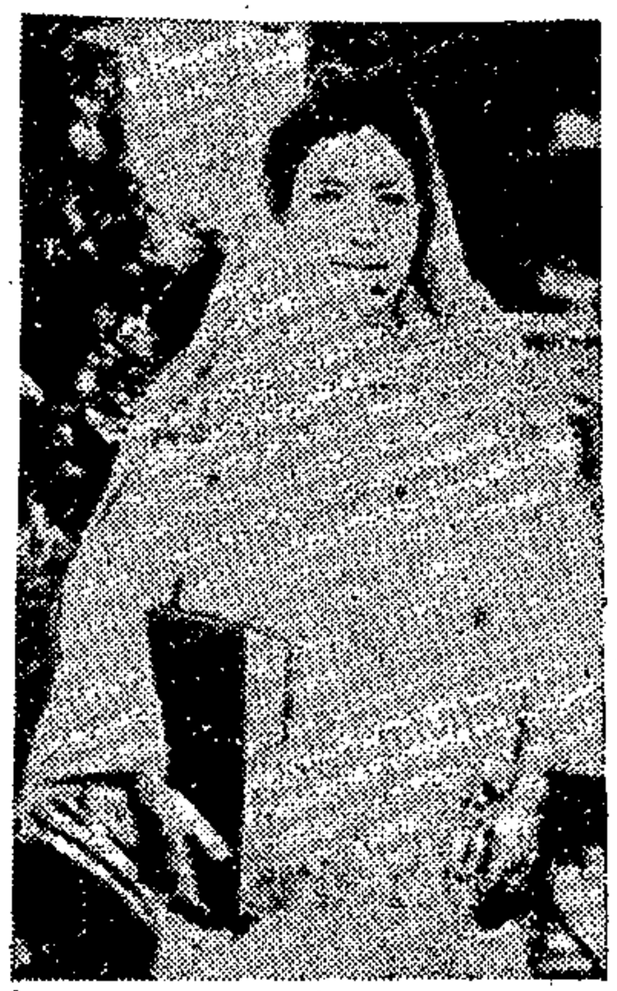

হন। তাই তদানীন্তন বহু স্বনামধন্য মানুষের সাহায্য ও সহানুভূতি তিনি পেয়েছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের নামও আজকের দিনে শ্রদ্ধাভরে আমি উল্লেখ করব। নবাব সিরাজুল ইসলাম, জাষ্টিস সৈয়দ শরফুদ্দিন, নবাব শামসুল হুদা, জনাব এ,কে, ফজলুল হক, নবাব বদরুদ্দীন হায়দার, জাষ্টিস আবদুর রসুল, স্যার অবদুর রহীম প্রমুখের নাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটি সরকারী স্কুলে পরিণত হয়। আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন কোলকাতার অন্যান্য স্কুলের মধ্যে আমাদের এই স্কুলটি ইন্টার স্কুল বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯১৭ সনে তখনকার বড়লাট পত্নী লেডী চেমন্স ফোর্ড সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল পরিদর্শন করেন।

সেই অন্ধকার যুগে এই দুঃসাহসী মহিলার সাধনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। যথাসময়ে তিনি স্কুলটিতে সাহায্যও দান করেন। এই স্কুলের ছাত্রীরা আজ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের অনেকেই আজ সমাজের উচ্চ-শিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্মানিত জীবন-যাপন করছেন।

রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের জমিদার বাড়ীতে বিখ্যাত সাবের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন এই সূর্য্য-কন্যা রোকেয়া। সুসাহিত্যিকা হিসেবে রোকেয়ার আর একটি পরিচয় আছে। তাঁর রচিত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন আমাদের এই অরণ্য বেষ্টিত বাড়ীর তুলনা কোথায়? বাড়ীর চারিদিক ঘনবন বেষ্টিত। আমাদের ঘড়ি নাই। সকালে ঘুঘু, বউ কথা কও, চোখ গেল পাখীর ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে। এবং বুঝতে পারি নামাজের সময় হয়েছে। তখন তাঁদের বংশেও অনেক কুসংস্কার ছিল। রোকেয়ার জীবনে সেই আঁধার যুগে অনেক প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছিল। ১৪ বৎসর বয়স পার না হতেই তাঁর বিয়ে হয়। নিজের অক্লান্ত সাধনায় ও তাঁর ভাইয়ের সাহচর্যে তিনি তখন কিছু কিছু বাংলা ইংরেজী শিখতে পেরেছিলেন।

তিনি গভীরভাবে জ্ঞান পিপাসু ছিলেন। যাঁর জন্য কোন প্রতিবন্ধকতাই তাঁকে সাফল্যের দ্বার থেকে ফেরাতে পারেনি। লেখাপড়া শিখে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হবেন—প্রতিবেশীদের এ ধরনের নানা কথার গঞ্জনা সয়েও পর্বতের মত অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি তাঁর সাধনা চালিয়ে যান।

রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াৎ হোসেন, ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন, ত্যাগী ও উদ্দমশীল এবং উচ্চ বংশের। পারিবারিক জীবনে সাখাওয়াৎ হোসেন এই প্রতিব্রতা কল্যাণীয়া মমতাময়ী নারীকে নিয়ে সুখে জীবন যাপন করেন।

তাঁর স্বামী স্ত্রী শিক্ষার পথে অন্তরায় না হয়ে বরং কাজে তাঁর আরদ্ধ স্ত্রীকে সাহায্য করতে প্রয়াস পান। তারই উপহারস্বরূপ সাখাওয়াৎ হোসেনের নামও আজ মহিলাজগতে অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তাঁর অনুপ্রেরণা উন্নতমনা উদার হৃদয় রোকেয়াকে অশেষ শ্রদ্ধেয় অতুলনীয়া নারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। শেষ জীবনে তিনি নানা অসুখে চোখ দুটি হারান। বেগম রোকেয়া তখন তাঁর দুটি চোখে পরিণত হন। বেগম রোকেয়া মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে বিধবা হন।

প্রথমে তিনি ভাগলপুরে মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে স্কুল খোলেন। স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পরে তিনি ১৯১১ সনের ১৬ই মার্চ কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র গলিতে স্কুলটি তুলে আনেন। অফুরন্ত শক্তি ও সাহসের বলে এই স্কুলটির প্রতি তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ পরবর্তীকালে তাঁর সংগ্রামী জীবনের পাশে এসে সাহায্য না করলে হয়ত তাঁর পক্ষে স্কুলটিকে দাঁড় করাতে আরও বেগ পেতে হত। তবে এরই মাঝে তাঁকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিরোধী পক্ষরা তাঁকে নানাভাবে বিব্রত করেছে।

স্কুলের ম্যানিজিং কমিটির সভায় এক বক্তৃতায় তিনি বলেন—মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে করে তারা ভবিষ্যতে আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ মা, আদর্শ নারীরূপে পরিচিত হতে পারে।

শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, মেয়েদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে নানাভাবে দেশ ও জাতির সেবা এবং পরোপকার ব্রতে তারা উৎসাহী হয়।

১৯৩২ সনে এই মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া জান্নাতবাসী হন।